রিপোর্ট - ৫৫

সংবাদ

তারিখ 28 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

মিথ্যা মামলা

কমলগঞ্জে ঝরে পড়া শিশুদের ৮ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধের আশঙ্কা

জেলা বার্তা পরিবেশক, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলার কারণে ঝরে পড়া শিশুদের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম হয়েছে। স্থানীয় এনজিও সোসিও ইকোনোমিক ওয়েলফেয়ার এক্টিভিটিজ (সিউয়া) শমসেরনগর চা বাগানের এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

মামলায় দাতাসংস্থার কর্মকর্তাদের আসামি করায় তারা ২০০৮ সালের অনুদান বন্ধ করে দিতে পারে বলে সিউয়ার কর্মকর্তাদের আশঙ্কা। ফলে শমসেরনগর চা বাগানে প্রতিষ্ঠিত ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গত শুক্রবার বিকেলে সাড়ে ৫টায় কমলগঞ্জ উপজেলার শমসেরনগর চা বাগানের বড় লাইন শ্রমিক বস্তিতে সিউয়া পরিচালিত একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিউয়ার সভাপতি ও ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকরা এ অভিযোগ করেছেন।

শমসেরনগর চা বাগানের বড় লাইনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ২ শতাধিক ঝড়ে পড়া শিশু ও তাদের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সোসিও ইকোনোমিক ওয়েল ফেয়ার এক্টিভিটিজের (সিউয়া) সভাপতি শামছুল হক মিন্টু। তিনি জানায়, ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে সিউয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি ২০০২ সালে শমশেরনগর চা বাগান এলাকায় অনগ্রসর চা জনগোষ্ঠীর ঝরে পড়া শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে একই চা বাগানের ৮টি শ্রমিক বস্তিতে ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে।

চা জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিভা বিকাশ, শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য জার্মানে জার্মান বাংলাদেশ সমিতির কাছে একটি প্রকল্প পাঠিয়ে তহবিল দেয়ার আবেদন করা হয়। সিউয়ার এ আবেদনে জার্মান বাংলাদেশ সমিতির পক্ষে পর পর দুইবার ৫ জন প্রতিনিধি শমশেরনগর চা বাগানে এসে এ সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে যান। এ ফাঁকে জার্মানস্থ জার্মান বাংলাদেশ সমিতির বহিষ্কৃত এক সদস্য হায়দার চৌধুরী তার দেশের বাড়িতে অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করে তহবিলের জন্য জার্মান বাংলাদেশ সমিতির কাছে আবেদন করে।

জার্মান বাংলাদেশ সমিতি কর্মকর্তারা ফেনীতে এসে হায়দার চৌধুরীর প্রস্তাবিত প্রকল্পও ঘুরে দেখে যান। ফেনীতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে জার্মান বাংলাদেশ সমিতির প্রতিনিধিরা সন্তোষ্ট হতে না পারায় পরবর্তীতে কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগরের সিউয়াকে আর্থিকভাবে তহবিল প্রদানে জার্মান বাংলাদেশ সমিতি মত প্রকাশ করে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে জার্মান বাংলাদেশ সমিতি সিউয়াকে পূবালী ব্যাংকের মাধ্যমে ৫৯ হাজার ৩৫৯ টাকা প্রদান করে। ২০০৭ সালে শর্তানুযায়ী সিউয়া এনজিও ব্যুরো থেকে নিবন্ধন লাভ করে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, নিজের প্রকল্প বাতিল হলে ক্ষুব্ধ জার্মানস্থ হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশে তার ছোট ভাই মশহুদ চৌধুরীকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়ে ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর জার্মানস্থ সমিতির ৪ জন সদস্য, সিউয়ার এক সদস্য, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক ও শমসেরনগর ইউপি চেয়ারম্যানকে আসামি করে মৌলভীবাজার আদালতে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। আদালতে সিউয়ার ওপর মামলা হলে বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রী বরকতউল্লা বুলু, প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ও সাংসদ শফিউদ্দীন চৌধুরী মামলাটিকে জরুরি ভিত্তিতে এফআইআর করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রশাসনে চাপ সৃষ্টি করে। এরপর মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসেবে কমলগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজাদুর রহমান মল্লিক ও মৌলভীবাজারের এসপি (সার্কেল) নাসিরুল ইসলাম সরেজমিন ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন। এতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে পৃথক পৃথক তদন্ত শেষে এনজিও ব্যুরো সিউয়াকে নিবন্ধন করে দেয়।

অপরদিকে মশহুদ চৌধুরীর মামলায় কমলগঞ্জ থানার কর্মকর্তা তদন্তের পর তদন্ত প্রতিবেদন মৌলভীবাজার আদালতে পেশ করা হয়। কিন্তু মশহুদ চৌধুরী এ প্রতিবেদনের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

এ অবস্থায় সিউয়াকে দাতাসংস্থা জার্মান বাংলাদেশ সমিতি নতুন করে কোন তহবিল প্রদান করবে কি না তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। ফলে শমসেরনগর চা বাগানে সিউয়া পরিচালিত ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।